কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 18 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... 2 ...

ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজের বর্ণাঢ্য নবীনবরণ

শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বর্ণাঢ্য আয়োজন আর উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজের নবীনবরণ। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার আলোয় নিজেকে আলোকিত করার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আফতাবনগরে ক্যাম্পাসের অদূরে নির্মিত বিশাল মঞ্চে এই নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধ্যাপক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিইউবিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ও কালের কণ্ঠ সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন। সভাপতিত্ব করেন গভর্নিং বডির সভাপতি ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) হেলাল মোর্শেদ খান বীরবিক্রম। আলোচনা পর্বে আরো বক্তব্য দেন কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য মো. ওয়ালীউল্লাহ, স্বদেশ রঞ্জন সাহা ও এস এম মিজানুর রহমান (মাসুম রহমান), কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. ওয়ালি উল্লাহ এবং নবীনবরণ কমিটির আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন মৃধা।

অতিথিরা অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছলে কলেজের রোভার স্কাউট দল তাঁদের গার্ড অব অনার প্রদান করে। পবিত্র কোরআন ও গীতা পাঠ, জাতীয় সংগীত এবং বিদ্যালয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। এরপর নবীন ছাত্রদের হাতে বিদ্যালয়ের পতাকা হস্তান্তর ও শপথ পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। নবীনদের উদ্দেশে মানপত্র পাঠ করে বিদ্যালয়ের ছাত্রী স্মৃতি ঠাকুর এবং অনুভূতি ব্যক্ত করে নবীন শিক্ষার্থী জান্নাত আক্তার। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করে কলেজের সাংস্কৃতিক দল নন্দনকাননের শিল্পীরা।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'আমরা দেশ স্বাধীন করে একটি পতাকা অর্জন করেছি। এখন এই পতাকা বয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব তোমাদের।' লেখাপড়ার মাধ্যমে সার্থক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষকরা চান তাঁদের ছাত্ররা যেন তাঁদের ছাড়িয়ে যায়। শিক্ষকরা এভাবে ছাত্রদের কাছে পরাজিত হয়েই আনন্দ পেতে চান। তিনি বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী পাঠ করার মাধ্যমে সবাইকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

ইমদাদুল হক মিলন বলেন, 'শিক্ষার্থীরা একেকটি আলো। এই আলো প্রস্ফুটিত হলে বাংলাদেশ আলোচিত হয়ে উঠবে। আমরা যুদ্ধ করে একটি দেশ পেয়েছি। এই দেশকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে চাইলে তরুণ প্রজন্মকে শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে গড়ে উঠতে হবে।' তিনি বলেন, 'আমাদের মধ্যে অনেক রাজনৈতিক বিভাজন। কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম যখন খেলে তখন সবাই আমরা এক হয়ে যাই। সবাইকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেশটাকে এগিয়ে নিতে হলে চাই সর্বোচ্চ দেশপ্রেম।' তিনি শিক্ষার্থীদের দিনে অন্তত একবার 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' মন থেকে উচ্চারণ করার আহ্বান জানান।

আলোচনা পর্ব শেষে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ ১৯৯৫ সালে রাজধানীর ধানমণ্ডিতে ভাড়া বাড়িতে যাত্রা শুরু করলেও ২০১২ সাল থেকে আফতাবনগরে নিজস্ব স্থাপনায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় তিন হাজার এবং শিক্ষক রয়েছেন ৮১ জন। কলেজের একুশতম ব্যাচের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হলো গতকাল।